

# সিলিমার

ক্যাপসুল  
লিভার সুরক্ষাকারী

## উপাদান :

প্রতিটি ক্যাপসুল এ আছে

সিলিমারিন যুক্ত মিল্ক থিসল এর স্ট্যান্ডার্ডাইজড ড্রাই এক্সট্রাক্ট ৭০ মিগ্রা:

ও অন্যান্য উপাদান

সূত্র : মিল্ক থিসল, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী।

ইউনানী ঔষধ

## বর্ণনা :

মিল্ক থিসল বীজ যুক্ত সুরক্ষক হিসেবে বহুল স্বীকৃত। এটি যকৃতের ক্ষতিকর পদার্থ নিষ্ক্রিয়করণ ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত করে। এর এন্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রোটিন পুনঃস্থাপন

ক্ষমতার ফলে এটি যকৃতের সুরক্ষা প্রদান ও যকৃতকোষ পুনঃস্থাপনে সক্ষম।

সিলিমারিন (যা সিলিমার এর মূল কার্যকরী উপাদান) এর এন্টিঅক্সিডেন্ট ক্রিয়া

ভিটামিন-ই এর চাইতে কয়েক গুন বেশি। সিলিমারিন যকৃতকোষের বাইরের

ঝিলি-কে সুস্থিত করে যকৃতে ক্ষতিকর পদার্থের অনুপ্রবেশ রোধ করে। সিলিমারিন

কোষ ঝিলি- প্রোটিন ও বিভিন্ন গ্রাহকের সাথে ক্ষতিকর পদার্থকে যুক্ত করে

এগুলোকে অপসারিত করে। সিলিমারিন প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উদ্দিশ্ত করে

নতুন যকৃতকোষ তৈরিতে সহায়তা করে ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত যকৃতকোষ পুনঃস্থাপিত

হয়। সিলিমারিন যকৃতে সঞ্চিত ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

## রোগ নির্দেশ :

যকৃত প্রদাহ, যকৃতের ক্রিয়াবৈকল্য, পিত্তকোষের ক্রিয়াবৈকল্য, জন্ডিস, পিত্তকোষ

প্রদাহ, পি-হারোগ, পুরাতন যকৃত প্রদাহ, যকৃতের তাড়বতা (লিভার সিরোসিস),

এবং পেট ফাঁপায় সিলিমার কার্যকর।

## সেবন বিধি :

১-২ টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ২-৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

সেব্য।

## পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :

নির্দেশিত মাত্রায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিলিমার সেবনে কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

পরিলক্ষিত হয় না।

সিলিমারিন অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনে অতিরিক্ত ঘর্ম, পেটের আক্ষেপ, বমিভাব, বমি,

উদরাময়, শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

## সতর্কতা ও প্রতিনির্দেশ :

সিলিমারিন জাতীয় ঔষধের সাথে বিউটাইরোফেনন বা ফেনোথাযাজাইন ব্যবহারে

স্নেহ পদার্থের অতিজারণ ব্যহত হয়। সিলিমারিন ইয়াহামবিন ও ফেনোটোলামিনের

বিপরীত ক্রিয়া করায় সিলিমার ক্যাপসুল এদের সাথে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

## গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার :

সিলিমার গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিরূপ ক্রিয়া জানা

যায় নাই তবে, প্রয়োজনে চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা যেতে

পারে।

## পরিবেশনা :

১০ x ৩ = ৩০ ক্যাপসুলের বি-স্টার বক্স।

## সংরক্ষণ :

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

\* অনুরোধে বিস্ফারিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।



নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ  
গাজীপুর-বাংলাদেশ